W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 27

File No. 56 /WBHRC/~~COM~~/SMC/17

Date : 02-02-2017

Enclosed is the news clipping of 'Ei Samay', a Bengali daily dated 1st Feb, 2017, the news item is captioned 'সোনারপুরে হোমে অত্যাচার আবাসিকদের, ধৃত ৩ কর্তা'

The Superintendent of Police, South 24 Pgs. is directed to furnish a detailed report by 6th March, 2017 enclosing thereto :-

a) Copy of FIR.

b) Statement of victims and their guardians.

c) Address and particulars of victims.

The Principal Secretary, Social Welfare Department is directed to submit a detailed report in this regard.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(M. S. Dwivedy)
Member

সোনারপুরে হোমে অত্যাচার আবাসিকদের, ধৃত ৩ কর্তা

এই সময়, বারুইপুর: দক্ষিণ শহরতলির এক নেশামুক্তি কেন্দ্রে আবাসিকদের মারধরের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত আবাসিকরা ঘটনার প্রতিবাদ করে ভাঙচুর চালান ওই কেন্দ্রে। সোনারপুর থানার পুলিশ ওই হোমের তিন কর্তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের উপস্থিতিতে আবাসিকরা একে একে বাড়ি ফিরে যান। নরেন্দ্রপুরের এলাচিতে জে জীবনজ্যোতি ফাউন্ডেশন নামে মাদকাসক্তদের একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে। সেখানে প্রায় পঞ্চাশ জন আবাসিক আছেন। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার বিকালে। ওই দিন অভিলাষ চক্রবর্তী নামে এক আবাসিককে বিড়ি চুরির অপবাদে হোমের দুই কর্মী মারধর করেন। তাকে লোহার রড দিয়ে মারা হয়। পরনের প্যান্ট খুলে রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিলাষের মা সুজাতা চক্রবর্তী খবর পেয়ে রাতেই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সোনারপুর থানার পুলিশ ওই হোমে গেলে আবাসিকরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রতি মাসে সাত থেকে নয় হাজার টাকা নেওয়া হলেও হোমে ঠিকমতো খাবার দেওয়া হয় না। বাসন মাজা, ঘর মোছার মতো কাজও তাঁদের দিয়ে করানো হয়। এ ছাড়া আবাসিকদের উপর শারীরিক অত্যাচারও করা হয়। যদিও হোম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ঘর মোছা বা বাসন মাজা চিকিৎসার একটি অঙ্গ। তাঁরা দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের চিকিৎসা করে আসছেন।

পুলিশের সামনে বিক্ষুব্ধ আবাসিকরা হোমের আসবাবপত্র এবং অন্য জিনিসপত্রও ভাঙচুর করেন। উত্তেজনা বাড়লে সোনারপুর থানার আইসি ও বারুইপুরের এসডিপিও ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে হোমের মালিক দীপঙ্কর রায়, রণদীপ চক্রবর্ত্তী ও সোমনাথ মিত্র নামে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের পক্ষ থেকেই হোমের রেজিস্টার থেকে ফোন নম্বর নিয়ে প্রতিটি আবাসিকের অভিভাবককে ফোন করা হয় রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।